মহাজননামা

বাউল ফকিরি পদকর্তা (মহাজন) পরিচয়

Mahajnnama

Lives of Baul Fakiri Lyricists

পদচিহ্ন

মহাজনদের পদ ধরেই বাংলার বাউল-ফকির-ভাবগানের পথ চলা। এসব গান যাঁরা বানিয়েছেন আর ভেবেছেন তাঁদের অনেকে রীতিমত পড়াশোনা করা তত্ত্বজ্ঞ। আবার অনেকেই প্রথাগত শিক্ষার পথ না মাড়ানো মানুষ। সব গানেই একটা জিনিস খুব সাধারণ - তা হল প্রতিটি পদকর্তার একেবারে নিজের ঢঙে, নিজের চক্ষে মানুষ-ঈশ্বর-জগৎ-জীবন সম্পর্কে একটা ভিতর থেকে উঠে আসা উপলব্ধি। সেই উপলব্ধির এতটা জোর যে আমাদের চমকে উঠতে হয়। সময় গড়ালেও ভাবনার জোরে গানগুলি ভক্ত-শ্রোতাদের মনে বসে যায়। বাংলার লোকগানের গায়করা যতটা আলোচিত এবং আলোকিত, পদগুলির স্রষ্টারা কিন্তু ততটা নন। আমরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকটা নাম শুনি। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশের কোনো পরিচয় জানি না। জানার কোনো চেষ্টাও নেই। শ্রুতিনির্ভর এই ঐতিহ্যে এখনও অনেক পদ রয়ে গেছে কিন্তু হারিয়ে গেছে তার চেয়ে অনেক বেশি পদ। পদকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এই সামান্য প্রয়াস। বাউল-ফকিরি-ভাবগানের চলার পথ জানতে হলে তার স্রষ্টাদের পদচিহ্ন ধরে চলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বাংলা লোকগানের ধ্রুবপদ এরাই বেঁধে দিয়েছেন।

Footprints

The great bards who have penned the Baul-Fakir songs as sung till date are called 'Mahajan' or the 'Great Ones'. Many of them had vast wisdom and expertise on the theories and philosophies that together constitute the Baul-Fakir theology. Some of them were well educated, while some had no formal education. There is one common thread that binds their songs - each song was fashioned by the bards in accordance with their own styles and panache, each song would be a realization on human, god, life and the universe - stemming from deep inside their authors. Such is the intensity of these realizations that one is bound to be taken aback! Times have passed. But so strong were the things said in the songs that they leave their imprint on the minds of the faithful and the listeners. Bengali folk singers are much discussed. However, the Mahajan bards of the Baul-Fakir stream of faith – their lives and their works – remain relegated to obscurity. We hear only a handful of their names over and over again. We hear very little about the identities behind those names. Nor is there much enthusiasm to know about them. The tradition of Baul-Fakir depends on shruti or hearing – meaning that the songs are orally transmitted from the Guru-master to the Shishya-pupil, or from one Baul or Fakir to another. Some of the songs have remained – are remembered and sung, while some have been forgotten. This meagre effort from our part aims at acquainting the reader with the identities, lives and works of some of the song writers or Mahajan-s, also called Padakarta meaning song-writer. To know the journey of the Baul-Fakiri songs, it is crucial to follow the footprints left behind by the ones who wrote these songs. It is they who have framed the eternal path of the journey of folk songs from Bengal.

লালন ফকির

নিজের জাত ও ধর্ম সম্পর্কে এক জিজ্ঞাসার উত্তর লালন দিয়েছিলেন তাঁর গানে, 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে / লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে'। তত্ত্ব, ধর্ম, লোকশিক্ষা এভাবে বারবার মিশে গেছে তাঁর গানে। সবদিক থেকে বিচার করলে বাউল গান রচয়িতা হিসাবে লালন ফকির সর্বশ্রেষ্ঠ। মূল তত্ত্বজ্ঞান, সাধনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, বৈষ্ণবশাস্ত্র এবং সুফীতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান, ইঙ্গিতপূর্ণ এবং ব্যঞ্জনাধর্মী করে বলবার কৌশল তাঁর গানগুলোতে এক অনন্য মাত্রা যোগ করে। এই কৌশল ছিল তাঁর সহজাত। কত সহজেই তিনি লেখেন, 'এমন মানব জনম আর কি হবে / মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে'। সঙ্গত কারণেই গানগুলো বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। গানগুলোতে রচয়িতার সংগীতজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। লালন সাঁই-এর জীবন সম্পর্কে বিশদ কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁর রচিত সহস্রাধিক গানই এক মানবতাবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ জীবনের পরিচয়।

অবিভক্ত বাংলার কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থানার ভাঁড়ারা গ্রামে ১৭৭৪ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে নানা ঘটনাক্রমে তিনি কুষ্টিয়ার মলম শাহের আশ্রয়ে পালিত হন এবং ছেঁউড়িয়াতে স্ত্রী ও শিষ্য সহ বসবাস করতেন। এখানেই তিনি সিরাজ সাঁই দ্বারা প্রভাবিত হন। লালন বিশ্বাস করতেন, সকল মানুষের মাঝে বাস করে এক মনের মানুষ। ইতিহাসে তাঁর পরিচয় তিনি মানবতাবাদী। ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়াতে তাঁর দেহাবসান হয়।

দুই বাংলাতেই লালন ও তাঁর গান নিয়ে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। এই উপমহাদেশে গল্প, কবিতা ও গানে তিনি বার বার ফিরে এসেছেন। তাঁকে নিয়ে হয়েছে তথ্যচিত্র। ১৯৯২ সালে অ্যালেন গিন্সবার্গ তাঁকে নিয়ে 'আফটার লালন' নামে একটি কবিতা লেখেন। লালনের জীবনকে আশ্রয় করে গৌতম ঘোষ বানিয়েছেন 'মনের মানুষ' নামে একটি জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি। 'লালন' নামে আরেকটি ছবি বানিয়েছেন বাংলাদেশের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার তানভির মোকাম্মেল।

Lalon Fakir

Lalon's response to questions regarding his caste and religion were answered in his song, 'sob loke koe lalon ki jat songsare/ lalon bole jater ki rup dekhlam na e nojore' (Everyone asks what caste Lalon belongs to/ Lalon says in this life I have not known what caste is). This is how time and again religion, folklore and theory has been enmeshed in his songs. As the creator of Baul songs, Lalon Fakir is the most distinguished of all. The very meaningful and suggestive presentation of the Sufi lores, Vaishnava scriptures and the basic principles adds a

unique touch to his songs. His songs were filled with gestures. This approach of his was innate. Very easily he writes, "Emon manob jonom ar ki hobe / mon ja koro torrai koro ei bhabe". His songs are considered priceless in poetry. The identity of the composer can be understood through the songs. In the thousand plus songs he composed there is a clear humanitarian and secular essence.

He was born in the Kushtia district of the Bharara village in 1774. Later, he grew up under Molom Shah and resided in Chheuriya with his family. Herein, he was influenced by Shiraj Shai. Throughout history, he has always been known as a humanitarian. He died on 17th Ocotber, 1890. Books on Lalon and his songs were published in both West Bengal and Bangladesh. He always came back to the stories, poetries and songs of this subcontinent. A documentary was also made on him. In 1992, Allen Ginsberg wrote a poem on him named 'After Lalon'. Director Goutam Ghose's film, 'Moner Manush' was made surrounding Lalon's life and won the National Award. Bangladeshi filmmaker, made a film named 'Lalon'.

ফকির পাঞ্জু শাহ

লালনের মৃত্যুর পর সারা বাংলার বাউল ফকির মহলে লালনের মতই সম্মান লাভ করেছিলেন ফকির পাঞ্জু শাহ। আনুমানিক ১৮৫২ সালে (শ্রাবণ, ১২৫৮ বঙ্গাব্দ) যশোর জেলার শৈলকুপা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে পাঞ্জু শাহের জন্ম। পিতা খাদেম আলি খোন্দকার সাহেবের তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র। পাঞ্জু শাহের বাবা ছিলেন বাংলা ভাষা শিক্ষার বিরোধী একজন গোঁড়া মুসলমান। তিনি তাঁকে আরবি, ফার্সি ও উর্দু শেখাতে প্রবৃত্ত হন। পাঞ্জু শাহ বাংলা শেখেন গোপনে। এই শেখাটা যে বিফলে যায়নি তার প্রমাণ পাঞ্জু শাহ রচিত গানগুলি।

তখন যশোর জেলার হরিশপুর গ্রামে সকল শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান মিলিত ভাবে বাস করত। ফকিরদের মধ্যে জহরুদ্দীন শাহ, পিজিরদ্দিন শাহ, লালন শিষ্য দুদ্দু শাহ এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে মদনদাস গোস্বামী, যদুনাথ সরকার, হরলাল চন্দ্র কর্মকার প্রভৃতি সমবেত ভাবে বাউল-ফকির গান ও সিদ্ধান্ত আলোচনায় তৃপ্তি লাভ করতেন। এসবের বিরোধী পিতার মৃত্যুর পর পাঞ্জু শাহ হেরাজতুল্লা ফকিরের কাছে দীক্ষা ও খেলাফত লাভ করেন।

তাঁর বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে রয়েছে 'ঘুমায়ে থেকো না রে মন নয়ন খোল', 'দম টান মন দমের খবর জেনে'-র মত অসংখ্য বাউল-ফকিরি গানের পদ রচনা করেন তিনি। এছাড়াও লিখেছেন 'ইস্কি ছাদেকি গহুর' নামে একটি গ্রন্থ। ৬৩ বছর বয়সে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জু শাহের মৃত্যু হয়।

Fakir Panju Shah

Since the demise of Lalon Fakir, the only Baul to gained recognition akin to him was Fakir Panju Shah. He was born in 1852 in an honorable family of the village of Shailakripa in Jessore. He was the elder son of Khadem Ali Khondkar an orthodox Muslim, who was strictly against the learning of Bengali language. He was more engaged in making his son learn languages like Arabic, Persian and Urdu. Panju Shah learned Bengali secretly. His songs are a perfect testimony to the fact that this secret venture of his did not go in vain. Back in those times, Hindus and Muslims dwelled together in the village of Harishpur. So, Fakirs like Jaharddin Shah, Duddu Shah and Vaishnavites like Madandas Goswami, Haran Chandra Karmakar sang, discussed and composed Baul-Fakir songs together. After his father's demise, Panju became a disciple of Herajtulla Fakir. Among his famous songs are 'Ghumai theko na re mon noyon khol' and 'Dom taano mon dom er khobor jene'. Apart from songs, he wrote a book named 'Iski Chhadeki Gauhar'. He died when he was 63 in the year 1915.

দুদ্দু শাহ

সাধক পদকর্তা দুদ্দু শাহ লালন ফকিরের অন্যতম প্রধান শিষ্য। তিনি পাঞ্জু শাহ-এর থেকে একটু বড় ছিলেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম দবিরুদ্দিন। যশোর জেলার হরিণাকুণ্ডু থানার হরিশপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম বেলতলায় ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে দুদ্দু শাহের জন্ম। পিতার নাম মহম্মদ খড়ু মন্ডল। বাল্যকালে শ্রীনাথ বিশ্বাসের পাঠশালায় ভর্তি হন। পরবর্তীকালে বাড়ি থেকেই আরবী, পার্শি শিক্ষা করেন। মদনদাস গোস্বামীর কাছে শেখেন সংস্কৃত। তিরিশ বছর বয়সে যশোর, নবদ্বীপ, নদীয়া ভ্রমণ করতে করতে তিনি কুষ্টিয়ায় আসেন এবং লালনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে তিনি অসংখ্য গান রচনা করেন এবং খ্যাতিলাভ করেন। নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত দুদ্দু শাহ প্রথমে লালনের বিরোধী ছিলেন। লালনকে বাহাস বা ধর্মীয় তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। সেই তর্কে পরাজিত হয়ে দুদ্দু শাহ লালনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই তর্কযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়েই দুদ্দু লিখেছিলেন 'বাহাস করতে এসে বয়াত হইনু / আমি অতি অভাজন লালন সাঁই কিনু'। তাঁর লেখা আরেকটি বিখ্যাত গান হল 'বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে তো ভাই/ বাউল ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবের যোগ নাই।' গভীর তাত্ত্বিক উপলব্ধি ছিল বলেই লিখতে পেরেছিলেন 'যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল।' ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

Duddu Shah

He was one of the most prominient students of Lalon Fakir. He was elder to Panju Shah. His father named him Dabiruddin. He was born in the year 1842, in the village of Beltala in Jessore district. His father's name was Mohammad Jhoru Mondol. In his childhood, he was admitted in the institution of Srinath Biswas. He learned Arabic and Persian languages from his home and Sanskrit from Madandas Goswami. At the age of 30 he travelled to Nabadwip, Jessore and Nadia before finally coming to Kushtia where he became a disciple of Lalon Fakir. At this time, he composed numerous songs and gained fame. Previously in many of the scriptural concepts, Duddu was against Lalon. Duddu invited Lalon to platforms for arguments and debates. Having lost to Lalon and having accepted his superiority, Duddu became a disciple of Lalon. Through this experience Duddu writes, 'Behes korte eshe boyato hoinu/ Ami oti obhajon Lalon shai binu'. ('I came to debate and became a pupil/ Without Lalon, I am nothing.') Only because he had deep theoretical knowledge, could he write, 'Je khoje manushe khuda shey e toh baul'. ('he who searches for god in human/ is Baul') He died at the age of 70 in the year 1922.

কুবীর গোঁসাই

নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গার মধুপুর গ্রামে এক যুগী তাঁতি বংশে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে কুবীর সরকারের জন্ম। তত্ত্বিয়াল হিসাবে বিখ্যাত এই মানুষটি একইসঙ্গে ছিলেন বাংলার গৌণধর্মের এক বড় মাপের তত্ত্বজ্ঞ। নদীয়ার চাপড়া থানার বৃত্তিহুদা গ্রামের সাহেবধনী গুরু চরণ পালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং এই গ্রামেই ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি প্রায় ১২০০ পদ রচনা করেছেন। বৃত্তিহুদায় তাঁর সমাধিক্ষেত্রে বৈশাখি পূর্ণিমায় তাঁর স্মরণে উৎসবের আয়োজন করেন ভক্তরা।

কুবীর গোঁসাইয়ের লেখা বিখ্যাত গান 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন / তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন।' অন্যান্য বিখ্যাত পদগুলির মধ্যে রয়েছে 'লক্ষ্মী আর দুর্গা কালী, ফাতেমা তারেই বলি, / যার পুত্র হোসেন আলি মদিনায় করে খেলা', 'আল্লা আলজিহ্বায় আছে / কৃষ্ণ থাকে টাকরাতে / রাম কি রহিম করিম কালুল্লা কালা / হরি হরি এক আত্মা জীবনদাতা / এক চাঁদে জগৎ উজালা।' কুবীর গোঁসাইয়ের গানের খাতা তাঁর সমাধির পাশে জন্মভিটায় ভক্তরা সংরক্ষণ করে রেখেছেন।

Kubir Goshai

Kubir Goshai was born in 1787 into a weaver family in the village of Madhupur in the district of Nadia. He was popular as a poet and alongside he was also known as a famous theorist of Bengal's secularism. He became a disciple of Guru Charan Pal of the village Brittihuda, in Nadia and that is where he met his demise. He composed over 1200 songs. His very famous song is 'Dub dub dub rupshagore amar mon/ Tolatol patal khujle pabi re prem rotnodhon'. His other famous songs include 'Durga aar Kaali/ Fatema tare-i boli/ Jaar putro Hussain Ali Madina-e kore khyala' and 'Allah Al-jihva-e achhe/ Krishna thake takra-te/ Ram ki Rahim Karim Kalulla Kala/ Hari Hari ek atma Jeebon-dutta/ ek chand-e jogot ujaala.'

His followers and students have preserved his diary full of songs beside his tomb. Around his tomb in Brittihuda, his followers commemorate him through festivities every year in the Bengali month of Baisakh.

যাদুবিন্দু

বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড়-এর কাছে পাঁচলখি গ্রামে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে যাদুবিন্দুর জন্ম। তিনি ছিলেন কুবীর গোসাইয়ের প্রধান শিষ্য। তাঁর প্রকৃত নাম যাদব অথবা যাদু, সাধনসঙ্গিনীর নাম ছিল বিন্দু। যাদু এবং বিন্দু মিলিয়ে তাঁর নাম হয়েছিল যাদুবিন্দু। তিনি মারা যান ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে। পাঁচলখিতে যাদুবিন্দুর সমাধির ভগ্নাবশেষ বর্তমান।

সারা বাংলার বাউল-ফকিরদের মধ্যে তাঁর পদগুলি খুব জনপ্রিয়। বাংলার অন্যতম লৌকধর্ম সাহেবধনী সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখ্য পদকর্তা ছিলেন তিনি। গানের মধ্যে দিয়ে তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত পদগুলির মধ্যে রয়েছে, 'আমাকে ছুঁসনে তোরা সজনী / আমাকে জাত মেরে রেখেছে ধরে গৌরাঙ্গ গুণমণি', 'বুড়ো কি ছোকরা শাক্তাকে দেখলাম না একবার।'

Jadubindu

Jadubindu was born in the village of Panchlakhi near Samudragarh in the district of Bardhaman. He was the leading student of Kubir Goshai. He is more popularly known as Jadu or Jadob. His partner in religious practice was Bindu. Together Jadu and Bindu were known as

Jadubindu. He died in the year 1915. Ruins of his cemetery are still present in Panchlakhi. His songs are very popular among the Baul-Fakirs of Bengal. He was a lyricist and composer of songs from the Sahebdhani minor religious sect of Bengal. Through his songs he spread messages against communalism. His famous songs include, 'Amake chhushne tora shojoni/ Amake jaat mere rekheche ghore gourango gunomoni', 'buro ki chhokra makrare dekhlam na ekbar' etc.

দীন শরৎ

শরৎ গোঁসাই নামেই তিনি বেশি পরিচিত। জন্ম ১৯০৪ সালে ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত সাজিউড়া গ্রামে। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন শরৎ ৯ বছর বয়সে অন্ধ হয়ে যান এবং বাকি জীবন গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। ১৯৬৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে রয়েছে 'দুই নারীর তত্ত্ব জানিতে', 'ভুলিতে পারিনে সে রূপ', 'সুমতি কুমতি দুটি কন্যা।' গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরের ধাঁচে লেখা তাঁর গানগুলি এক সময় সাধক ও গায়কদের মুখে মুখে ফিরতো।

Din Shorot

He was born in 1904 in the village of Sajiura in Netrakona of Mymensingh district. In early childhood he lost his parents and he lost his vision when he was 9 and since then songs became the source of his livelihood. He passed away in the year 1964. His popular songs are 'Dui narir tottwo janite' and 'Bhulite parine shey rup'. His songs depicting conversations between a teacher and his disciple were popular amongst singers.

হাউড়ে গোঁসাই

হাউড়ে গোঁসাই-এর পিতৃদত্ত নাম মতিলাল সান্যাল। জন্ম ১৭৯৬ সালে বর্ধমানের মেড়াতলা গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতা হলধর সান্যাল ও মাতা শ্যামাসুন্দরী। খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। ছোটবেলায় তিনি তাঁর নিজের মায়ের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে আচার্য বশিষ্ঠানন্দ স্বামীর কাছে সনকানন্দ স্বামী নাম ধারণ করেন। এরপর নদীয়ার প্রহ্লাদ গোস্বামীর সংস্পর্শে বৈষ্ণব শিক্ষা পান ও হাউড়ে গোঁসাই নামে পরিচিত হন।

জীবিত অবস্থাতেই তাঁর গানের বই 'তত্ত্ব-সাধন-গীতাবলী' নামে প্রকাশিত হয়। পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার পাশাপাশি তাঁর পদগুলিতে শাক্ত ও শৈব সাধনার ঐতিহ্য মিশেছে সহজভাবে। তাতে

কোনো পাণ্ডিত্যের অহংকার নেই। তাই তিনি সহজেই লিখতে পারেন, 'হরি কোন দেবতা থাকেন কোথা / জানতে তাই ইচ্ছা করি / হরির বরণ কেমন, গঠন কেমন কিবা রূপের মাধুরি' কিংবা 'মায়া গঙ্গা যমুনা সরস্বতী'র মত গান। দুই বাংলায় তাঁর গান শ্রদ্ধার সঙ্গে গাওয়া হয়। নারদবিন্দু গোস্বামী প্রমুখ তাঁর অসংখ্য শিষ্য ছিল। 'ভাবলহরী'র সংকলক মনুলাল মিশ্র তাঁর বহু গান সংগ্রহ করেছেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর মৃত্যু হয়।

Haurey Goshai

His father named him Motilal Sanyal. He was born into a Brahmin family in the village of Meratola in the district of Bardhaman in the year 1796. His parents were Holodhor Sanyal and Shayamshundori. He was a brilliant student. He acquired his initial knowledge of Vaishnavism from his mother. After receiving the training from Acharya Boshishthanondo Swami he took the name Sanakananda Swami. Afterwards he came to be known as Haurey Goshai and obtained the understanding of Vaishnavism under the tutelage of Prahlad Goswami of Nadia. A book of his songs was published named 'Tottwo Sadhon Geetaboli'. Alongside mastery and theoretical knowledge, his songs also conveyed the messages of Shaktism and Shaivism. His Humility enabled him to with ease write songs like 'Hori kon debota thaken kotha/ Jante tai ichha kori/ Horir boron kemon, gothon kemon ki ba ruper madhuri' or 'Maya Ganga, Yamuna, Saraswati'. His songs are sung with a lot of respect in both West Bengal and Bangladesh. He had a number of disciples. The compiler of 'Bhablohori', Monulal Misra compiled many of his songs. He died in the year 1909.

শাহ আবদুল করিম

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে শাহ আবদুল করিমের জন্ম হয়। বিখ্যাত বাউল গায়ক, গীতিকার শাহ আবদুল করিমের জন্ম সিলেটের সুনামগঞ্জে। খুব গরীব ছিলেন বলে তাঁকে ক্ষেতমজুরের কাজ করতে হত। উজানধলের পীর মহলের শাহ আব্বাস মাস্তানের কাছে তিনি বাউল গান শিখেছিলেন। সারা জীবন তিনি নানা সামাজিক অবিচার ও দারিদ্রের শিকার হয়েছেন। এসবই তাঁর গানে এসেছে। মানুষের আবেগ, দৈনন্দিন, সমাজ আর ঈশ্বর হয়ে উঠেছে তাঁর গানের বিষয়। সর্বসাধারণের কাছে তাঁর গায়ক হিসেবে পরিচিতি নব্বইয়ের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়া জাগানো অনুষ্ঠানের পর।

গান লিখেছেন মোট ১৫০০। এই গানগুলি তাঁর লেখা গানের সংকলন - আফতাব সঙ্গীত, গণসঙ্গীত সহ মোট ৬টি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর কিছু গান ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে রয়েছে - 'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম', 'গাড়ি চলে না চলে না', 'সখী কুঞ্জ সাজাও গো', 'আর কিছু চাই না মোর গান ছাড়া' ইত্যাদি। ২০০৯ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

Shah Abdul Karim

Shah Abdul was born in Shunamganj of Sylhet in 1916 . Poverty compelled him to work as a farmhand in his early days. He learned Baul songs under Shah Abbas Mastan of Sreepur. All his life he had been a victim of social injustice and poverty and the same is reflected majorly in his verses. His songs mainly relate to concepts like anarchy, human emotions, society and God. He acquired widespread popularity after his mesmerizing performance in the Dhaka University. He wrote 1500 songs. These songs were compiled in 6 volumes - Aftab Sangeet and Gono Sangeet being two of them. Some of his songs were translated in English. Some of his famous songs are, 'Agey ki shundor din kataitam', 'Gari chole na chole na', 'Shokhi kunjo shajao go' and 'Ar kichu chaina mor gaan chhara'. He passed away in 2009.

রাধারমন দত্ত

১৮৩৩ সালে রাধারমন দত্তের জন্ম হয়। বাংলাদেশের প্রবল জনপ্রিয় কবি, গীতিকার ও সুরকার। সিলেটের ধামালি গানের একজন প্রিয় শিল্পী ও গীতিকার। তিনি ৩০০০-এরও বেশি গান লিখেছেন ও সুর করেছেন। ছোটো থেকেই গানবাজনার চর্চা করতেন। প্রথম দিকে তাঁর গানে ছিল বৈষ্ণব ভাবনার প্রভাব। পরে সুফি বিশ্বাস ও বাউল ভাবধারায় প্রভাবিত হন তিনি। এখনও বাংলাদেশে বিয়ের অনুষ্ঠান মাতে রাধারমনের গানে। গীত ও ধামালি গানের জন্য তিনি বিখ্যাত।

তাঁর বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে আছে - 'ভ্রমর কইয়ো গিয়া', 'জলে যাইও না গো রাই', 'কালাই প্রাণটি নিল', 'যুগল মিলন হইলো গো' ইত্যাদি। রাধারমন দুই বাংলার এক জনপ্রিয় পদকর্তা। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রয়াত হন।

Radharaman Dutta

Radharaman Dutta was born in 1833. He is a very famous poet, lyricist and composer hailing from Bangladesh. He is a well acknowledged composer of Dhamali songs in Sylhet. He has written and composed over

3000 songs. He had a keen interest in music right from his childhood days. Initially his songs had influence of Vaishnavism. Later, he was influenced by Sufi music and Baul ideas. Even today, in Bangladesh, his songs are sung in wedding ceremonies. He is widely known for his hymns and Dhamali songs. His famous songs are, 'Bhromor koiyo giya', 'Joley jaiyo na go rai', 'Kalai praanti nilo', 'Jugol Milan hoilo go' and many others. He is popular in both West Bengal and Bangladesh. He passed away in 1915.

বিজয় সরকার

১৯০৩ সালে বিজয় সরকারের জন্ম হয়। কবি গান ও বিচ্ছেদি গানের জনপ্রিয় শিল্পী। আসল নাম বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী। বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান বিজয়কৃষ্ণের জন্ম বাংলাদেশের নড়াইলে। স্থানীয় স্কুলে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছেন। তারপর যোগ দেন যাত্রা দলে। এখানেই তিনি কবি গান শেখেন। বাংলাদেশে কবি গান জনপ্রিয় করার ব্যাপারে বিজয় সরকারের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। পরের দিকে তিনি হয়ে ওঠেন বাউল, ভাটিয়ালি গানের শিল্পী। বিরহের ভাব বেশি থাকতো বলে তাঁর এই সময়ের গানগুলোকে বলা হত বিচ্ছেদি গান - রাধা বিচ্ছেদ, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ ইত্যাদি। নানা ধারার বিচ্ছেদি গান তিনি রচনা করেছেন।

এছাড়াও তিনি গেয়েছেন গোষ্ঠ গান, সখী সংবাদ ইত্যাদি নানা ধারার গান। তাঁর জনপ্রিয় গানগুলির মধ্যে রয়েছে, 'তোমায় প্রথম যেদিন দেখেছি', 'দুদিনের দুনিয়া রে মুসাফির', 'কোন দেশে যাবো গো পাখি, ওরে অবুঝ, তোমার নাম নয়নে মোর' ইত্যাদি গান। ১৯৮৫ সালে তিনি প্রয়াত হন।

Bijoy Sarkar

Bijoy Sarkar, born in 1903, is popular for his Kabigaan and songs of pining. His original name is Bijoykrishna Adhikari. He was born to a Vaishnavite family in the district of Narail, Bangladesh. He studied till class 10 in a local school. Then he started his musical journey getting involved in a jatra group. There itself he learned the folk 'kabigaan' genre of spoken verses – sung in competitive slam-format. He played a huge role in popularizing kabigan in Bangladesh. Later on he became a Baul and Bhatiyali singer. As his songs were filled with sorrow and pain, these songs were known as songs of separation and bereavement (bichhedi gaan) – Radha bichhed, Krishna bichhed, etc. He has

composed various bicchedi songs of bereavement and pining. Apart from this he sang goshtho gaan, shokhi shongbad, etc. Some of his famous songs are, 'Tumi toh janona more jeeboner shadhona', 'Dudiner duniya re musafir', etc. He breathed his last in 1985.

অনন্ত

অনন্তবালা বৈষ্ণবী জীবনচর্যায় ছিলেন যথার্থ বৈষ্ণব। নিরক্ষর অনন্তবালা মুখে মুখে যে গান রচনা করতেন ঈশান নামে তার এক অনুরাগী সেগুলি খাতায় লিপিবদ্ধ করতেন। ভনিতা দেওয়া হত অনন্তর নামে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অনন্তকে রাঢ়ের বাউল বলেছেন। তবে তাঁর যথার্থ পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। তাঁর শতাধিক রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়।

Ananta

Anantabala was a complete Vaishnav in her lifestyle. Owing to Anantabala's illiteracy, one of her follower named Ishan used to write them for her. However, she always gave her self-introduction ('bhonita') in her songs. Upendranath Bhattacharya called her the Baul of Rarh (a region in Bengal). However a proper identity of hers is yet to be found. More than 100 recordings were released and most of them were quite popular.

অনন্ত গোঁসাই

কলকাতার মানিকতলায় কোনো একসময় এক প্রাচীন বাউলের আখড়া ছিল। সেইখানে অনন্ত গোঁসাই নামে এক প্রবীণ সাধক ও গায়ক ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে কিছু গান সংগ্রহ করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

Ananta Goshai

Ananta Goshai, a veteran singer was a regular performer in an ancient Baul Akhra (a gathering of musicians in an open area) in the Maniktala region of Kolkata. Upendranath Bhattacharya had collected few songs from Ananta Goshai.

মদন শা ফকির

ভোলাই শা-র করা লালনের গানের পাণ্ডুলিপিতে মদনের একটি পদ নেওয়া হয়েছে। সেই গানটির ভনিতায় ক্ষ্যাপা মদনের নাম পাওয়া যায়। সেই পদটির বেশ কিছু পরিবর্তন করে পরবর্তীতে

'ভাবলহরী গীত' বইটিতে মুদ্রিত হয়। তার লেখা বেশ কয়েকটি পদ ময়ূরাক্ষী অববাহিকায় প্রচলিত গান হিসেবে ব্যবহার করেছেন সরোজ কুমার রায়চৌধুরী।

Madan Shah Fakir

Bholai Shah had prepared a manuscript of songs penned by Lalon. That manuscript contains a song where the name of Khyapa Madan was mentioned in the 'bhonita' of the song. That song, in a changed form, also found place in a collection named 'Bhablohori Geet'. Some songs penned by Madan has been used by Saroj Kumar Roychowdhury as popular songs prevalent in the valley of river Mayurakshi.

গোপাল

জন্ম ১৮৬৯ সালে শিলাইদহ গ্রামে, বাবার নাম রামলাল জোয়ারদার, মায়ের নাম মনমোহিনী। আসল নাম রামগোপাল। প্রথাগত শিক্ষালাভের পাশাপাশি রামগোপাল সঙ্গীতচর্চাও চালিয়ে যান। তাঁর সুকণ্ঠে গাওয়া গানে সবাই মুগ্ধ হতেন। বয়স বাড়ার সাথে রামগোপাল ধর্মভাবে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠেন এবং একসময় সংসার ধর্ম ত্যাগ করে বাড়ির কাছেই আশ্রম নির্মাণ করে জীবনচর্চা চালিয়ে যান। তাঁর সেই জীবনচর্চায় ছিল সহজিয়া বৈষ্ণব ভাবনা, আবিষ্টতা। বহু জায়গা থেকে ধর্মপিপাসার্ত মানুষ তাঁর আশ্রমে আসতেন। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেও ধর্মের ভেদাভেদ নিয়ে তিনি যেমন সোচ্চার ছিলেন তেমনি বৈষ্ণবীয় গোঁড়ামিরও তিনি নিন্দা করতেন। হিন্দু ও মুসলিম দু-সম্প্রদায় থেকেই ভক্তরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন।

লালন সাঁইয়ের মৃত্যুর পর কুষ্টিয়া অঞ্চলে রসিক বৈষ্ণব সাধক হিসাবে তাঁকে গণ্য করা হয়। লালনের প্রভাব তাঁর রচনায় ছায়া ফেলে। ১৯০৫ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'গোপাল গীতাবলী'র প্রথম খণ্ড এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় খণ্ড যা মূলত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পদাবলী। বাবা রামলালকেই তিনি গুরু বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে পাঁচজন খ্যাপা পরবর্তীতে গোঁসাই গোপালের পদ ও তত্ত্বের প্রচার করেন। ১৯১২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

Gopal

In the year 1869, Ramlal and Monomohini Joardar gave birth to their son Ramgopal in Silaidaha. Together with his studies, Ramgopal carried forward his training in music. Everyone was pleased with his

sweet voice. At a point of time in his life, he was preoccupied with the idea of religion and that led him to leave his family and lead his life in a nearby ashram. He led his life with the Vaishnava thought. Many people, who were eager to learn more about religion, came to him. He discussed about the issue of communal diversities and also condemned the Vaishnav orthodoxy. People from both the Hindu and Muslim community were attracted towards him. After the death of Lalon, Gopal was popularly known to be a jocular Vaishnav preacher in Kushtia. Considerable amount of influence from Lalon is seen in his works. The first edition of his first book was published in 1905. It was named 'Gopal Geetaboli' and later the second edition, which consisted of mostly metaphysical ideas was also published. He considered his father Ramlal as his Guru. His ideas were spread through 5 of his followers. He died in the year 1912.

ভবা পাগলা

ভবা পাগলার জন্ম হয় ১৮৯৭ সালে। আসল নাম ভবেন্দ্র মোহন সাহা। বাবা গজেন্দ্র কুমার সাহা। মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানার আমতা গ্রামে জন্ম। মানিকগঞ্জ এলাকায় পরবর্তীকালে ভবা পাগলা নামে প্রসিদ্ধি। ১৯৪৭-এর পর তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং বর্ধমান জেলার কালনাতে বসবাস শুরু করেন। এখানে তিনি ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বৈশাখের শেষ শনিবার এখানে এখনও বাৎসরিক উৎসব হয়। দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসেন অগনিত ভক্ত। তাঁর গান মানিকগঞ্জ জেলা সহ বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিচিতি লাভ করে এবং গাওয়া হতে থাকে। তিনি মূলত ভাব গান, ভক্তিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ও শ্যামাসঙ্গীত রচনা ও সেগুলিতে সুর আরোপ করেছেন। মহম্মদ মনসুরউদ্দিন-এর লেখায় ভবার কথা পাওয়া যায়।

তাঁর লেখা বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে রয়েছে, 'বারে বারে আর আসা হবে না', 'নদী ভরা ঢেউ বোঝে না তো কেউ', 'এখনও সেই বৃন্দাবনে বাঁশি বাজে রে', 'জীবন নদীর কূলে কূলে', 'বৃন্দাবনের পথে যাবো পথ দেখাবে কে' ইত্যাদি। ১৯৮৪ সালে তিনি প্রয়াত হন।

Bhoba Pagla

Bhoba Pagla was born in the Amta village of Manikganj district in 1897. His original name was Bhabendra Mohan Saha. His father's name was Gajendra Kumar Saha. Later in Manikganj, he was popularly known as

Bhoba Pagla. After 1943, he came over to Kalna in the Bardhaman district of West Bengal. There he establishesd the Bhabani temple. An annual festival is held on the last Saturday in the Bengali month of Baishakh (15th April – 15th May). Numerous followers from around the world arrive that day. His songs are sung in both Bangladesh and in West Bengal. He has composed many songs based on human emotions, spirituality, creation and 'Shyamasangeet' (songs on Goddess Kali). There is a mention of Bhoba Pagla in the writings of Mohammad Monsiruddin. He died in the year 1984. Some of his famous songs are 'Nodi bhora dheu bojhe na toh keu', 'Jeebon nodir kule kule' and many others. He passed away in 1984.

দ্বিজ নীলকন্ঠ বা নীলকন্ঠ মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীতশিল্পী ও পদকর্তা নীলকন্ঠ মুখোপাধ্যায় বাংলার ১২৪৮ অব্দে, রবীন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় ২০ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মভূমি ধরনী, বর্ধমান জেলার আজকের শিল্পনগরী দুর্গাপুর সংলগ্ন একটি ছোটো গ্রাম। তাঁর শৈশব কৈশোর জীবন কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্যে। সেই সময় থেকেই সঙ্গীত রচনা ও শিল্পী হিসেবে ধীরে ধীরে তাঁর খ্যাতি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। অল্প বয়সে গোবিন্দ অধিকারীর দলে গান রচনা করে ও গেয়ে তিনি প্রচুর সুনাম অর্জন করেন ও পরবর্তীতে সেই দলের দলপতি হন।

২২-২৩ বছর বয়সে তিনি নিজের একটি গানের দল গঠন করেন। তিনি প্রথমদিকে সাধারণত কৃষ্ণযাত্রার প্রচলিত পালাগুলিকে ঝাড়াই বাছাই করে নতুন রূপ দান করে পরিবেশন করতেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজেও স্বতন্ত্র পালা রচনা করেন। তাঁর রচিত পালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য যযাতির যজ্ঞ, প্রভাস যজ্ঞ, কংস বধ, রাধার কলঙ্ক ভঞ্জন, মাথুর, মানভঞ্জন। তাঁর গানের জনপ্রিয়তা ও গভীরতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তাঁর গানের বিস্তৃতি। বাংলাদেশের এমন কোনো জেলা নেই যেখানে তাঁর খ্যাতি পৌঁছয়নি। বাংলার 'কৃষ্ণযাত্রা' সঙ্গীতধারার শেষ আলোকবর্তিকা হলেন সঙ্গীতকার নীলকন্ঠ মুখোপাধ্যায়।

দাশরথি রায়ের ভাবশিষ্য নীলকন্ঠকে নবদ্বীপের পন্ডিতরা ভালবেসে 'গীতরত্ন' বা 'গীতিরত্ন' উপাধি দিয়েছিলেন। চেতলপুর রাজবাড়ির আশ্রয়ে শেষ জীবন কাটান। ১৩২৮ সনের ২২শে শ্রাবণ ঝুলন একাদশীর দিন তিনি ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। তাঁর 'নিবেদন আমার', 'যদি তোমায় সর্বরূপে মাতৃরূপে সার', 'একটি ফুল ফুটেছে' ইত্যাদি গানগুলি এক সময় লোকের মুখে মুখে ফিরতো।

Neelkontho Mukhopadhyay or Dwija Neelkontho

Dwija Neelkontho was born in 1841 at Dhabani in the Bardhaman district (now a village adjacent to Durgapur). He faced destitution as a child. From a young age he was famous as a composer and lyricist across villages. Later on, he joined Gobindo Adhikari's group as a composer and singer and became the leader gaining a far-reaching fame. At the age of 23, he formed his own group. Initially he used to perform in the 'palas' of the Krishna yatra. Later he wrote his own pala-theaters, some of the notable ones are 'Jajatir-jogyo', 'Probhash-jogyo', 'Radhar kolonko bhanjon', etc. The depth and popularity of his songs are visible through the expansion of his songs. There is no such place in Bangladesh where his songs have not reached. He was the last torchbearer of Bengal's Krishna yatra. He was given the title of 'Geetratna' or 'Geetiratna' by the scholars of Nabadwip. He spent the last few years of his life in the Hetampur Rajbari. He courted death by will in 1921 on 7th August. Songs like 'Nibedon amar', 'Ekti phul phuteche' and others were very popular.

হাসন রাজা

১৮৫৪ সালের ২১শে ডিসেম্বর সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ শহরের কাছে সুরমা নদীর পাশে তেঘরিয়া গ্রামে জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। হাসন ছিলেন পিতার তৃতীয় পুত্র। হাসন রাজার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন হিন্দু। তাঁদের অধিবাস ছিল অযোধ্যায়। পরবর্তীতে কোনো এক পুরুষ বীরেন্দ্র সিংহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হাসন রাজা ছিলেন সুদর্শন এবং সুপুরুষ। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি, তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। উত্তরাধিকার সূত্রে বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক হাসন প্রথম যৌবনে ছিলেন সৌখিন এবং ভোগবিলাসী। রমনী সম্ভোগে তিনি ছিলেন অক্লান্ত। তাঁর এক গানে নিজেই উল্লেখ করেছেন - 'সর্বলোকে বলে হাসন রাজা লম্পটিয়া'।

প্রতি বর্ষায় নর্তকীদের ভোগবিলাসে ডুবে থাকতে ভালবাসতেন। এই লাগামহীন জীবনের কোনো বিশেষ মুহূর্তে তিনি প্রচুর গান রচনা করেছেন। নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র সহ এইসব গান গাওয়া হত। আশ্চর্যের বিষয় হল, এসব গানে জীবনের অনিত্যতা এবং ভোগবিলাসের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বারেবার। ঘোড়া ও পাখি তিনি খুবই ভালবাসতেন। এইরকম আনন্দবিহারে সময় কাটানোর জন্য একসময় তিনি প্রজাদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন এবং অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর হিসাবে চিহ্নিত হন।

একাধিক আধ্যাত্মিক স্বপ্ন দর্শনে হাসন রাজার জীবনদর্শন এক সময় আমূল বদলে যায়। বিলাসপ্রিয় জীবন ছেড়ে, নিজের দোষ ত্রুটি শুধরাতে শুরু করেন। বিষয় আশয়ের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে ওঠেন। আল্লার প্রেমে মগ্ন হয়ে তাঁর মাঝে এক বৈরাগ্য ভাব দেখা দেয়। তখন সাধারণ মানুষের খোঁজ নেওয়া তাঁর নিত্যকর্ম হয়ে ওঠে। এই সময় একাধিক গান রচনা করেছেন তিনি। সেই গানের চলনে এবং ভাবার্থে ধরা দেয় তাঁর মনের অবস্থার পরিচয়। জীবহত্যার বিরোধী হয়ে তিনি চন্ড-হাসন থেকে ক্রমে নম্র-হাসন হয়ে ওঠেন। তাঁর গানে ধ্বনিত হয় হাহাকার - 'ও যৌবন ঘুমেরই স্বপন / সাধন বিনে নারীর সনে হারাইলাম মূলধন'। পরিণত বয়সে তিনি সর্বকিছু বিলিয়ে দরবেশ জীবনযাপন করতেন। তাঁর উদ্যোগে হাইস্কুল, অনেক ধর্ম প্রতিষ্ঠান এবং আখড়া স্থাপিত হয়।

কত গান তিনি রচনা করেছেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। 'হাসন উদাস' গ্রন্থে ২০৬টি গান সংকলিত আছে। 'শৌখিন বাহার' ও 'হাসন বাহার' নামে তাঁর আরও দুটি অন্য বিষয়ের গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া গেছে। ঈশ্বরানুরক্তি ও দেহোক্তি, দুইই তাঁর গানে প্রতিফলিত। নিজেকে শেষ জীবনে অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণের হাতের বাঁধা ঘুড়ি বলে মনে করতেন। তাঁর বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে রয়েছে 'বাউলা কে বানাইলো রে', 'হাসন রাজা পিয়ারির প্রেমে মজিলো রে' ইত্যাদি।

১৯২৫ সালে ইন্ডিয়ান ফিলোজফিক্যাল কংগ্রেসের অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ হাসন রাজার দুটো গানের উল্লেখ করে তাঁর দর্শনচিন্তার পরিচয় দেন। ১৯২২ সালের ৬ই ডিসেম্বর ৬৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

Hashon Raja

He was born on 21st August, 1854 in the village of Teghoria in Sylhet . He was the third son of his father. His ancestors were Hindu. They use to live in Ayodhya. Later, someone in their family converted to Islam. Hashon Raja was a good-looking man and an heir to a huge amount of property. He was self taught and never received formal education. In his initial years, he was a man who loved to enjoyment and led a wayward life . In one of his songs, he described himself as 'Shorboloke bole Hashon Raja lompotiya' (everyone says Hashon is lecherous).

In this amusing life of his, he composed various songs which were sung playing instruments along with dance performances. In his songs, he has repetitively mentioned about his epicurean life. He used to love horses and birds. He started moving away from his subjects and got identified as a cruel oppressor. Owing to a number of dreams that he dreamt, his life changed drastically. He started rectifying his previous

mistakes. He was disheartened with the materialistic life and began to lead a stoic life. Caring for people and protecting them became his vow . He composed a number of songs at this time which completely reflect his state of mind. He took his step against animal-killing. One of his song goes like, 'O joubon ghumer e shopon/ Shadhon biney narir shone harailam muldhon'. In his later life he lived a graceful and dignified life. With his initiative, a high school, 'akhras' and many religious institutions were established.

He composed countless number of songs. 206 songs were compiled in the book, 'Hason Udaash'. He also had two more books named, 'Shoukhin Bahar' and 'Hashan Bahar'. Both the concepts of forgiveness and gratitude were prominent in his songs. He felt like a kite that was controlled by someone invisible. His widely popular songs are 'Baula ke banailo re' and 'Hashon raja piyarir preme mojilo re'. In 1925, Rabindranath Tagore mentioned two of his songs before the Indian Philosophical Congress and also spoke about Hashon's philosophy. He died on 6th December, 1922.

আব্দুল রশিদ সরকার

বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলার আজিমপুর গ্রামে ১৯৫৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। তাঁর দাদু হজরত আলি মাতব্বর সাহেব যার বৈঠকী গানের একজন নামকরা শিল্পী ছিলেন। তিনি ছোটোবেলা থেকেই নাতি রশিদকে বিভিন্ন গানের আসরে নিয়ে যেতেন। দাদুর হাত ধরেই বাউল গানের জগতে পা রাখেন তিনি। পরবর্তীতে বিখ্যাত বাউল গায়ক ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার বক্সাইল গ্রামের বাসিন্দা আনোয়ার দেওয়ান-এর কাছে তিনি সঙ্গীতশিক্ষা নেন। এইভাবে গান গাইতে গাইতেই একদিন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় নইবাগের মহনপুরের পীর কেবলা সৈয়দ গোলাম মাওলা রেজভীর সঙ্গে। তাঁর কাছে বায়াত অর্থাৎ শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হন তিনি।

আব্দুল রশিদ সরকার নিজেও অনেক গান রচনা করেছেন। বর্তমানে এপার-ওপার বাংলার অনেক শিল্পীর কন্ঠেই শোনা যায় তাঁর রচিত গান। তাঁর রচনায় প্রধান যে বৈশিষ্ট্যটি দেখা যায় তা হল, মানুষকে সত্যের সন্ধান দিতে চাওয়া বা সেই পথে চালিত করা।

Abdul Rashid Sarkar

Abdul Rashid Sarkar was born in the Manikganj district of present day Bangladesh on 11th September, 1953. His grandfather Hazarat Ali Matubbar was a famed singer of Baithaki songs. He used to take his grandson Rashid to attend many musical gatherings when the latter was a child. It is with his grandfather's support that Rashid entered the realm of Baul music. In later life, he received training from the famous Baul Anwar Dewan from village Jantrail of the Dhaka district. As Rashid commenced his journey as a musician, he met Pir Kebla Sayyad Golam Maola Rezvi at the Bairabay durbar. Rashid became Maola Rezvi's disciple and immersed in spiritual praxis. Abdul Rashid Sarkar has penned many songs. Those songs can be heard being sung by musicians from both Bangladesh and West Bengal. One of the prominent leitmotifs of his lyrics is that they seek to offer to the listeners a direction towards truth.

রাধেশ্যাম দাস

বীরভূম জেলার আহমদপুর স্টেশনের কাছে চাঁদপুর গ্রামে ছিল রাধেশ্যাম দাসের গুরুর আশ্রম। গুরুর নাম গুরুচাঁদ গোঁসাই। তিনি নিজেও অনেক পদ রচনা করেছেন। পরে তাঁর শিষ্য রাধেশ্যাম অনেক পদ রচনা করেন যা এখনও দুই বাংলার বাউলরা গেয়ে থাকেন। তাঁর রচিত গানের পরম্পরা বৈষ্ণব-সাঁই-দরবেশ ভাবাশ্রিত। তাঁর একটি বিখ্যাত গান হল 'এসো গৌর শ্রীচৈতন্য'।

Radheshyam Das

The ashram of the guru of Radheshyam Das was in the village of Chandpur near Ahmadpur in the district of Birbhum. His guru's name was Guruchand Goshai. He has composed many songs himself. Later on, his disciple Radheshyam Das wrote many songs too, which are sung by the Bauls of both Bengals. Vaishnav-Sai-Dervish communities are influenced by his compositions. One of his famous songs is 'Esho Gour Sri Chaitanya'.

দাস পীতাম্বর

স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসিকে কেন্দ্র করে রচিত এবং বহুল প্রচারিত 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি / হাসি হাসি পরবো ফাঁসি' গানটির রচয়িতা দাস পীতাম্বর সম্পর্কে বিশদ কিছু জানা যায় না। গোষ্ঠ ও বৃন্দাবন লীলা সংক্রান্ত বহু পদ তিনি রচনা করেছিলেন। সেইসব পদগুলি আজও দুই বাংলার বাউল-ফকিররা গেয়ে থাকেন।

Das Pitambar

There is not much known about the creator of the song 'Ekbar biday de maa, ghure ashi/hashi hashi porbo fashi' which was regarding the death sentence of the martyred freedom fighter Khudiram Bose. He has written many songs on Vrindavan Leela. These songs are sung by the Bauls and Fakirs of both the Bengals.

আব্দুল হালিম

আব্দুল হালিম মিয়া বা আব্দুল হালিম বয়াতীর জন্ম অধুনা বাংলাদেশের মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার অন্তর্গত বড়দোয়ালী গ্রামে ৩০ অক্টোবর ১৯২৯ সালে। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের মক্তবে। পরবর্তীকালে নিজের একান্ত ইচ্ছা ও আগ্রহে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। মাত্র ৭ বছর বয়সে সঙ্গীত জীবনের সূচনা করে সঙ্গীতকে জীবনব্রত হিসেবে গ্রহণ এবং আজীবন এই শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেছেন। বেতারে প্রথম লোকগীতি উৎসবের মাধ্যমে সূচনা, তারপর ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে বেতারে, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'আসিয়া' ছবিতে সচিত্র সঙ্গীত পরিবেশনা, এদেশে টেলিভিশনের শুরু থেকেই, ১৯৬৫ সাল থেকে গ্রামোফোন রেকর্ডে, ১৯৮২ সাল থেকে ক্যাসেট সহ জাতীয় সম্প্রচার ও গণমাধ্যমের প্রতিটি শাখায় অত্যন্ত সফল ও সার্থকভাবে সঙ্গীত রচনা, সুরারোপ ও স্বকণ্ঠে পরিবেশন ও পরিচালনা করেছেন। আব্দুল হালিম মিয়া একজন গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক ও অদ্বিতীয় সারিন্দা বাদক এবং অত্যন্ত প্রথিতযশা হোমিও চিকিৎসক ছিলেন।

তিনি প্রায় ১০ হাজার গান লিখেছেন। কিন্তু তাঁর অনেক গানই হারিয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তাঁর ৯টি সঙ্গীত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি হল, হালিম সঙ্গীত (১৯৬৩), জ্ঞান দর্পণ (১৯৫৭), মুর্শিদী ও ফকিরের তর্কযুদ্ধ (১৯৫৮), প্রেমসুধা (১৯৬৫), হালিম সঙ্গীত বা তর্কযুদ্ধ (১৯৬৬), পরশ রতন (১৯৭৬), সৃষ্টিতত্ত্ব (১৯৯১), শরীয়ত মারেফত (২০১২) এবং গুরু-শিষ্য পালা (২০১২)।

সারিন্দা বাদনে এই উপমহাদেশে তিনি অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। আজীবন তিনি সারিন্দা বাজিয়ে গান

করেছেন। বাংলা একাডেমি 'কয়েকজন লোককবি এবং প্রসঙ্গত (১৯৮৪)' নামে আব্দুল হালিম মিয়ার জীবনীমূলক প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করে। তাছাড়া বাংলা একাডেমী আব্দুল হালিম মিয়ার জীবন ও কর্ম নিয়ে 'আব্দুল হালিম বয়াতি : জীবন ও সঙ্গীত (২০০৫)' নামে ৯৭৬ পৃষ্ঠার এক বিশাল গ্রন্থ প্রকাশ করেছে যা বিচারগানের এক অসাধারণ দলিল।

বাংলা একাডেমি আব্দুল হালিম মিয়াকে সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করে। এছাড়া বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঋত্বিক, লোক সাহিত্য পরিষদ ফরিদপুর, শরীয়তপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা শিল্প একাডেমী তাঁকে সম্বর্ধনা দিয়েছে। আব্দুল হালিম পেয়েছেন মিজি স্বর্ণপদক, কবি জসীমউদ্দীন গবেষণা স্বর্ণপদক, শিল্পী মমতা স্বর্ণপদক। তিনি একজন মহান পীর ও দার্শনিক কবি ছিলেন। ২৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে সরকারি গেজেটে তাঁকে বীর মুক্তিযোদ্ধা শব্দ সৈনিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। দুই বাংলাতেই তাঁর অসংখ্য মুরিদ ভক্ত ও অনুরাগী আছেন। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে এই মহান কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ঢাকায় মৃত্যু বরণ করেন।

Abdul Halim

Abdul Halim Miya was born in the village of Baradayali in Madaripur district Bangladesh on 30th October 1929. His primary education was in the village school. Later on he grasped knowledge on the Christian, Buddhist and Islamic texts. He stepped into the world of music when he was just seven years old and he made music the main vow of his life. He became well known through radio during the folk music festival in 1957 and a film called 'Ashiya' in 1958. In 1956, his songs were recorded in gramophone and in 1982 in cassettes. His songs became widespread everywhere. He became a composer, lyricist, music director, an exceptional Sarinda player and a expert homeopathy doctor.

He has written around 10,000 songs. But many of those have been lost. Nine music books have been published till now. Those are:
Halim Sangeet (1963), Gyan Darpan (1957), Musolli o Fakirer Torkojuddho (1958), Premsudha (1965), Halim Sangeet ba Torkojuddho (1968), Parash Ratan (1976), Srishtitotyo (1991), Shoriyot Marefat (2012), Guru-shishya Pala (2012).

Bengal Academy published a compilation of articles based on his life called 'Koyekjon Lokkobi ebong Proshongoto' in 1984.

He had also been honored with a fellowship by Bengal Academy. He was also honored by the Bangladesh Art Academy, Rishij- Bengal Folk Literature Faridpur and Sariyatpur Art Academy. He has been awarded Abdul Jabbar Miji Gold Medal, Poet Jasimuddin Research Gold Medal and Mamata Gold Medal. He was a religious man and a philosophical poet. His name was mentioned in the Gazette of the Government as a literary soldier for Muktijuddho (Liberation War). Many people in this country are his ardent followers. He passed away on 21st February 2007 in Dhaka.

দূরবীন শাহ

১৯২০ সালে দূরবীন শাহের জন্ম হয়। আউল-বাউল-পীর-মুর্শিদ আর সাধুসন্তদের জায়গা বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ। এই সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকের নুয়ারাই গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি, গীতিকার ও গায়ক দূরবীন শাহ। তাঁর বাবা রহিমাতুল্লা শাহ ছিলেন বাংলাদেশের বিখ্যাত সুফি সাধক। বৌদ্ধ, হিন্দু, বৈষ্ণব, ইসলাম নানা সাধনার ধারায় পুষ্ট হয়েছিল সুনামগঞ্জ। হাসন রাজা, রাধারমন দত্ত, শাহ আবদুল করিম-এর মত গীতিকার ও গায়ক এ জেলারই মানুষ। দূরবীন শাহ যে এদেরই উত্তরাধিকার বহন করছেন তা তাঁর 'নামাজ আমার হইলো না আদায়'-এর মত গানগুলির মধ্যেই ফুটে উঠেছে।

তিনি তাঁর লেখা গীতমালায় গানগুলিকে দেহতত্ত্ব, নিগূঢ়তত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, মারফত তত্ত্ব এবং কামতত্ত্ব ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করেছিলেন। আধ্যাত্মিক গান, প্রেমের গান, পল্লীগীতি, বাউল গান সব মিলিয়ে লোকগানের নানা ধারায় তাঁর বিচরণ ছিল। একই দক্ষতায় তিনি লিখেছেন, 'প্রথম যৌবনবেলা আমাকে পাইয়া একলা'-র পাশাপাশি 'তুমি ব্যাঙের পেটের ভিতর থাকে অজগর' কিংবা 'আমায় নিয়ে চল না তোরা ঐ আরব দেশে'-র মত গান। দূরবীন শাহ মারা যান ১৯৭৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। নুয়ারাই গ্রামে নিজের বাড়িতেই তাঁর সমাধিস্থল, এখন তার নাম দূরবীন টিলা।

Durbin Shah

Sunamganj at Bangladesh is a renowned place for Bauls and Murshids. And this was where Durbin Shah was born in 1920. He was a famous poet, lyricist and singer. His father Rahimatullah Shah was a Sufi pursuer. Sunamganj became rich and diversified in ideas with pursuers of the sects of Buddhism, Hinduism, Vaishnavism and Islam. Even singers like Hasan Raja, Radharaman Dutta and Shah Abdul Kareem belong to this

place. There is no doubt that Durbin Shah carried forward their tradition as evinced by his famous song 'Namaj amar hoilo na Aday'. Durbin Shah wrote on the theories of physiology, eternal truth, aesthetical truth, religion and desire. He had divided his writings into religious songs, love songs, 'palligeeti' (songs on rural life) and Baul songs. With similar efficiency, he has written songs like 'Prothom joubonbela amay paiya obola' and 'Kuni byanger peter bhetor thake ajogar'. He passed away on 15th February 1977. His body was cremated at his home in the village of Nuyarai which is now known as Durbin Tila.

দ্বিজদাস

'কেহ শুন বা না শুন, মান বা না মান / তাতে আমার নাই কোন লাভ লোকসান / শুন দ্বিজদাসের গান।' দ্বিজদাস নামের আড়ালে এই গান যিনি লিখেছিলেন তাঁর নাম বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী। পাগল দ্বিজদাস নামেই তিনি বিখ্যাত। রাগাশ্রয়ী সাঙ্গীতিক কাঠামো, কথা, সুর, তাল সবদিক থেকেই দ্বিজদাসের গান বাংলা লোকগানের এক অনন্য সম্পদ। তাঁর প্রায় সব গানেরই রয়েছে নির্দিষ্ট রাগ রাগিনী ও তাল। লোকগানে এ ব্যাপারটা প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। ওপার বাংলায় তাঁর গান দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এবং জনপ্রিয় হলেও কবি, সুরকার ও গায়ক দ্বিজদাসের গান এপার বাংলায় যাকে বলে লোকের মুখে ঘুরছে তেমনটা নয়।

অল্প বয়সেই দ্বিজদাসের মা মারা যান। জীবন ও সংসারে চলার পথে তিনি নিজে যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন তা ফুটে উঠেছে তাঁর গান ও কবিতায়। তিনি যা ঠিক মনে করেছেন সেটা তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে বলেছেন। দ্বিজদাসের গান বাংলা ও বাঙালির সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। 'মানুষ মরীচ ভয়ানক জীব', 'ধনী ও রমনী জীবনে যায় প্রাণ' ইত্যাদি তাঁর গানের কথাগুলি আমাদের থেকে থেকে চমকে দেয়। দ্বিজদাসের গানের কথাগুলি থেকে বোঝা যায় উচ্চারণে তিনি অকপট, সেখানে কোনো রহস্য বা ঘুরিয়ে নাক দেখানোর কোনো ব্যাপার নেই। দ্বিজদাস লিখছেন, 'বাইবেল কোরান বেদ পুরাণ যতসব পুঁথি / মানি যারে মনে বলে এই দুর্নীতি / মানতে মানতে শাস্ত্র, পাই না অন্ন বস্ত্র / লাঠি খাই অস্ত্র প্রাণে তিরোধান'। সমাজ, ধর্ম এবং দেশের কথা না ভাবলে এমন গান কেউ লিখতে পারে না।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে নরসিংদী জেলা বাউল গানের জন্য বিখ্যাত। দ্বিজদাসের জন্ম সেখানে। ছোটবেলায় মা মারা যাবার পর বাবা তাঁকে মানুষ করেন। জমিদার বাড়িতে কাজ করতেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলত সঙ্গীত সাধনা। দ্বিজদাসের গান কোনো অশিক্ষিত ও পটুর না। দেহতত্ত্ব, বৃন্দাবন লীলা, অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ, সাকার নিরাকার ইত্যাদি নানা বিতর্কের মীমাংসা তিনি সহজ সরল ভাষায় তার গানে বলেছেন। কবিগানেও তাঁর দক্ষতা ছিল। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর 'লোকসঙ্গীত সমীক্ষা, বাংলা ও আসাম' বইতে রাগসঙ্গীতে দ্বিজদাসের সঙ্গীত দক্ষতার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

Dwijadas

'Keho suno ba na suno, mano ban a mano/ tate amar nai kono labh lokshan/ suno dwijadaser gan' (you may listen or you may not, you may agree or disagree/ it does not matter to me/ Hear Dwijadas's songs). This song was composed by Baikunthanath Chakraborty or Dwijadas who was popular as Pagla Dwijadas. Dwijadas's songs are well known for its 'Raga' based musical structure, lyrics and melody. All the tunes of his songs are based on a specific Raga which is a rare quality found in folk songs. He is not as popular in India as he is in Bangladesh. He lost his mother at a young age and was brought up by his father. His songs express the hard times he went through. His songs are the reflection of the social life of Bengal. There is complete clarity in his songs as it doesn't contain any inner meaning. Some of his songs show his deep understanding of society, religion and country.

One such song says: 'Bible Koran, Bed, Puran Joto shob punthi/ mani bole mon-e bole eto durgoti/ maante maante shastro, pai na anno bastro/ lathi boti ostro krome tirodhan' (Bible, Koran, the Vedas, the Puranas and so many scriptures/ We obey and hence we suffer/ We obey the scriptures at the cost of food and clothing/ Weapons like sticks and cutlasses slowly cease to be)"

He was born in Narasinghdi district of north eastern Bangladesh which was a hub for Baul songs. He gave the easy explanation of physiology, adventism, Vrindavan Leela, bodied and disembodied theories. He was also an expert in 'Kabigaan'

পাগলা কানাই

পাগলা কানাই জন্মেছিলেন ১৮২৪ সালে অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার ঝিনাইদহের বেড়বাড়ি গ্রামে। তিনি একইসঙ্গে ছিলেন সাধক, গায়ক ও কবি। ছোটবেলা থেকেই কবিতা লিখতেন। তাঁর কবিতা ও গানে রয়েছে ঈশ্বর বিশ্বাসের পাশাপাশি সমাজ জীবনের ছবি। ঈশ্বরকে পাওয়ার আকুতির সঙ্গে রয়েছে নানা সামাজিক অসঙ্গতি ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা। পাগলা কানাই মানে, দেহতত্ত্ব, জারি, বাউল, ধুয়া, মারফতি, মুর্শিদি নানা ধরনের গান। এছাড়াও তাঁর কিছু গানে সমসাময়িক স্থানের বর্ণনা রয়েছে। যেখানকার মানুষ ও পরিবেশ তাঁর ভালো লেগেছে সেটাকেই তিনি তাঁর গানে

এসেছেন। পুঁথিগত শিক্ষা বিশাল কিছু না থাকলেও তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রজ্ঞা ছিল। সেই প্রজ্ঞা থেকে সমাজ ও সামাজিক সমস্যাগুলিকে এমনভাবে তিনি ধরেছেন যে তা অনেক বিদ্বান মানুষও পারেন না। গায়ক হিসেবে অসম্ভব জনপ্রিয় পাগলা কানাই-এর গান শোনার জন্য একদিনের পথ হেঁটেও আসতো লোক, একেকটা আসরে ভিড় হত প্রায় ৪০-৫০ হাজার, হিন্দু-মুসলমান সব শ্রোতাদের কাছেই পাগলা কানাই ছিলেন সমান জনপ্রিয়। এই শ্রোতাদের কেউই খুব উচ্চকোটির মানুষ নন, গরীব হিন্দু মুসলমান। সেই সময়কার প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক পাল্লা গানের আসরে কানাই লালনের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অবতীর্ণ হতেন।

সমাজের মানুষের দুর্দিনের ব্যথাভরা কাহিনি, সুর আর ভাষাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর গানে। তিনি লিখেছেন, "এবারকার দুরন্ত বর্ষায় ধান পাট সব ভাসাইয়া গেল / ভেবে আর কূল পাই না সাকুল্যে মনের শখ মাটি হল / রাজার খাজনা, মহাজনের দেনা দিয়া আদায় করি / ভাবছি বসে অবিরত মনে সেই চিন্তা ধরি।" কবিত্বের শক্তি, ভাবের বিন্যাস, বর্ণনার বিস্তৃতি সব মিলিয়ে পাগলা কানাই-এর গান লালনের গানের সঙ্গেই তুলনীয়। সহজ কথায় মনের ভাব প্রকাশ করা, শব্দ চয়ন এবং অনুপ্রাসের ব্যবহার, শুধু লাইনের শেষে নয় লাইনের মাঝখানেও বহু মিল দিয়ে তিনি তাঁর রচনাকে আরও গতিশীল করে তুলেছেন।

অধ্যাপক মনসুরউদ্দিন তাঁর 'হারামণি'-তে লিখেছিলেন, লালন ও পাগলা কানাই সমসাময়িক। একজন জোর দিয়েছেন আধ্যাত্মিক চিন্তার ওপরে। আরেকজন চারণকবির মত গান গেয়ে মাতিয়েছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের মানুষদের। রবীন্দ্রনাথ ও 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ মজুমদারকে তিনি কতবার গান শুনিয়েছেন। মানুষ এবং গান এই দুটি ক্ষেত্রেই লালন ও কানাই-এর মিল বেশি। লালন সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করেই মানুষকে প্রেমধর্মের হদিশ দিয়েছেন। পাগলা কানাই বিচরণ করেছেন মানুষের মনোজগতে। কি অনায়াসেই তিনি লেখেন - 'শোন বলি মন পাগলা / সাথো রে তিন তাসের খেলা / আইসে ভবের হাটে ও তোর সঙ্গে আছেন ছয়জন দাঁড়ে / ও তারা দুই আর বোম্বেটে / ও তার সঙ্গে কেউ না হাঁটে / ও তারা কাম হাতে যায় লোভের ধারে মন / ও তোপিলা বান্দে আইটে।'

এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে কবি পাগলা কানাই ক্ষ্যাপার মত গান গেয়ে ফিরতেন। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির ছেলে ছিলেন তিনি। বাড়িতে তাঁর মন বসতো না, কোনো বাঁধনেই নিজেকে আটকিয়ে রাখেননি তিনি। লালনের মত তিনিও ছিলেন গ্রামবাংলার মানুষের আপনজন। উনিশ শতকে যাদের সাধন গান গোটা বাংলাদেশকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাদের দুই শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হলেন লালন ফকির ও পাগলা কানাই। তবে লালনের তুলনায় কানাইয়ের পরিচিতি কম। পাগলা কানাইকে নিয়ে লালন একটা গান লিখেছিলেন, "ক্ষ্যাপা, তুই না জেনে তোর আপন খবর পাবি কোথায় / আপন ঘর না বুঝে বাইরে খুঁজে পড়বি ধাঁধায়।"

Pagla Kanai

Pagla Kanai was born in 1824 in Berbari village in Jessore district of Bangladesh. He was a pursuer, singer and poet. He used to write poems since he was a child. His songs showcase faith in God and social lives. He has also written about his search for God and problems in the society at the same time. Pagla Kanai was famous for 'baul', 'murshidi' 'marfati' songs and the songs on 'dehatattva'. Inspite of not having textual knowledge, he had a lot of wisdom. Hence, he was able to express the problems in the society so well that many educated people couldn't. To listen to his songs, people would come travelling a long way. He would have audience of almost 40,000 to 50,000 people. He was popular among people devoid of caste and religion. In the question and answer based Palagaan performances of those days Kanai would appear as an opponent against Lalon.

Struggles of the people in the society came to life in his songs. He wrote, 'ebakar duranta barshae dhan pat sob tolaiya galo/ bhebe ar kul paina sakulye moner sokh mati holo/ rajar khajna, mahajaner dena diye adae kori/ bhabchi boshe abiroto mone sei chinta bhari.' (Wild rains this year destroyed rice and jute/ I think but I find no solution, the mind feels no guile/ how will I raise the wealth to pay taxes to the king, and how will I repay loans to the usurer/ I sit, I think and I worry). One could sense his poetic strength, flow of emotions and detailed descriptions- in his songs which made him comparable to Lalon. Simple expressions and alliteration made his compositions dynamic.

Principal Mansur Uddin in his text 'Harmoni' wrote that Pagla and Lalon were contemporaries while some have emphasized on his religious thoughts. He has amused people throughout the country. Lalon and Kanai are similar as humans and singer. Lalon has given the route of love by focusing on the daily lives of people while Kanai has mainly focused on the souls of humans.

Kanai used to sing like a mad person by roaming around from one village to another. He was a very naughty child and refused to stay at home. Like Lalon, he was also close to his villagers. In the 19th century

there were two representatives who influenced the entire Bangladesh with their songs- Lalon Fakir and Pagla Kanai. But Kanai was less well-known compared to Lalon. Lalon had written a song about Pagla Kanai which was 'Khyapa tui na jene tor apon khobor pabi kothay, apon ghor na bujhe baire khunje porbi dhadhay'.

গগন হরকরা

হরকরা বলাতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে গল্প কবিতা উপন্যাস বা গানে পড়া একটা বর্ণময় চরিত্র। গগন হরকরা সেদিক থেকে সত্যিই একজন সার্থকনামা মানুষ। আসল নাম, গগন চন্দ্র দাস। জন্মেছিলেন অবিভক্ত বাংলার কুষ্টিয়া জেলায়। কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজিলার কসবা গ্রামে থাকতেন তিনি। কাজ করতেন শিলাইদহের কামারখালি পোস্ট অফিসে। সেখানে পোস্টম্যান বা হরকরার কাজ করতেন তিনি। তাই গগন হরকরা নামটাই চালু হয়ে যায়। বাংলার লোকগানের শ্রোতারা অবশ্য তাঁকে হরকরা হিসেবে নয়, তাঁকে এক কিংবদন্তী পদকর্তা ও গায়ক হিসেবেই চেনেন। এক সময় গগনের গানগুলি লোকের মুখে মুখে ঘুরতো।

এলাকার মানুষের কাছে গগন পরিচিত ছিলেন পাগলা কবি হিসেবে। কুষ্টিয়ার পুরনো বাসিন্দারা বলেন স্বরচিত গান গাইতে গাইতে তিনি চিঠি বিলি করতেন। শিলাইদহ কথাটা শুনলেই আমাদের রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়বেই। এখানেই ছিল তাঁর কুঠিবাড়ি। শিলাইদহের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন নদীতে রবীন্দ্রনাথের নৌকার ছাদে গগন তাঁকে গান শুনিয়েছিলেন। গগনের গান ভাল লেগেছিল তাঁর। গগন চিঠি বিলি করার সূত্রে প্রায়শই কুঠিবাড়িতে যেতেন, গান শোনাতেন রবীন্দ্রনাথকে। এই যোগাযোগের সূত্রে বাংলার রসিক সমাজের কাছে গগনের প্রতিভাকে তুলে ধরার উদ্যোগ নেন। গগনের 'আমি কোথায় পাব তারে / আমার মনের মানুষ যে রে' গানটি সংগ্রহ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লালনের পাশাপাশি গগনও প্রভাবিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। গগনের প্রভাবে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং অনেক নাটকে তিনি বাউল সুর, বাউল ভাবনা এবং বাউল চরিত্র সংযোজন করেছেন। গগন হরকরার গান সংগ্রহ করে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লালন ও গগনের গান রবীন্দ্রনাথকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তা তাঁর 'মানব ধর্ম' নামে লেখাটি ও প্রচুর চিঠিপত্র এবং রচনায় বোঝা যায়। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটিতে গগনের 'আমি কোথায় পাব তারে' গানটির প্রভাব স্পষ্ট।

সাধন ভজন বিশ্বাসী লোক বলতে যা বোঝায় গগন তা ছিলেন না। কোনো ফকিরের কাছে দীক্ষা নেননি তিনি। বাউল গান লিখতেন মনের টানে, ভাবের আবেগে। লালন ফকিরের সমসাময়িক হলেও গগন বয়সে লালনের থেকে অনেক ছোটো ছিলেন। অনেকে মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের

'ডাকঘর' নাটকের বাউল চরিত্রটি সৃষ্টির পিছনেও গগনের প্রভাব আছে। 'ছিন্নপত্র'-এ ইন্দিরা দেবীর কাছে লেখা চিঠিতেও কবি গগনের নামোল্লেখ আছে। 'ও মন অসার মায়ায় ভুলে কয়ে কতকাল রব এমনি ভবে' গগনের আরেকটি বিখ্যাত গান। আলোচ্য দুটি গানেই গগনের কবিত্ব শক্তি ও বাউল দর্শন চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে। গগনের গানের অনুসরণে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' এখন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত।

Gagan Harkara

As soon as we hear the word Harkara, the image that flashes in front of our eyes is of a dynamic literary character. Gagan Harkara is truly a well-known man. Original name was Gagan Chandra Das, born in Kushtia District of Bangladesh. He was living in Kumarkhali sub-division of Kasba Village in Kushtia. His profession was that of a postman with the post office, located in Kumarkhali area of Silaidaha. This made people call him Gagan Harkara. But he was more popular as a legendary singer among the folk artists of Bengal.

Gagan was popularly known as 'Pagla Kobi'. According to the people of Kushtia, Gagan used to sing the songs composed by him while distributing letters. As we hear the name Silaidaha, we always remember Rabindranath as he also used to reside and travel in that place . The initial introduction of Rabindranath with the songs of Gagan was at the terrace of his boat. He fell in love with his songs which made Gagan to sing for him whenever we went to deliver letters to Tagore's residence. Through this connection, he took the initiative of showcasing Gagan's talent in the society. Rabindranath had collected 'Ami kothay pabo tare, amar moner manush je re' sung by Gagan. Apart from Lalon, Gagan also influenced Tagore. Drawing inspiration from Gagan Rabindranath introduced Baul tunes, characters and ideas in Gitanjali, Gitimalya and many of his plays. Rabindranath took Gagan's song compilation to Santiniketan. In Tagore's 'Manab dharma' one can see the influence of Lalon and Gagan in Rabindranath.

Tagore drew the inspiration from Gagan for the character of Baul in his famous play 'Dakghor' (Post Office). In 'Chinnapatra', a letter to Indira Devi by Tagore, the name of Gagan has been mentioned. Drawing inspiration from the music of Gagan, Rabindranath wrote 'Amar Shonar Bangla' which is the national anthem of Bangladesh.

কাঙাল হরিনাথ (ফিকির চাঁদ)

কাঙাল হরিনাথ ১৮৩৩ সালের ২২ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম হরিনাথ মজুমদার। কিন্তু এ নামের চাইতে অন্য দুটি নামে তাঁকে বেশি চিনত দেশের মানুষ। গ্রামের গরীব ও নিপীড়িত মানুষের কথা তুলে ধরার জন্য প্রকাশিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র লেখক ও সম্পাদক হিসেবে তিনি জীবনের প্রথম পর্বে কাঙাল হরিনাথ হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বস্তুত তিনি ছিলেন দেশের প্রথম ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার। নীলকরদের অত্যাচার, জমিদারদের জুলুম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি নানা প্রশ্নে তিনি কলম ধরেছেন। আবার জীবনের দ্বিতীয় পর্বে বাংলার লোকগানের অনুরাগীদের কাছে তিনি পরিচিত হলেন ফিকিরচাঁদ হিসেবে। লালন শাহের শিষ্য ফিকিরচাঁদের গান প্রভাবিত করেছিল রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয় কুমার মৈত্রের মত মানুষদের। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাউল গানের দলের নাম ছিল 'কাঙাল ফিকিরচাঁদের দল'। ১৮৯৬ সালে তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

হরিনাথ জন্মেছিলেন অবিভক্ত বাংলার কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে। দীর্ঘ ১৮ বছর 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র সম্পাদনা করার পর লালনের অনুরাগী হরিনাথ সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়ে মানব ধর্ম প্রচার করার জন্য ১৮৮০ সালে গড়ে তুললেন গানের দল। এখানেও তিনি সমানভাবে সফল। দরিদ্র পরিবারে জন্মেছিলেন তিনি, মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও অর্থাভাবে তাঁকে স্কুল ছাড়তে হয়। তাঁর অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতায় গরীবদের কথা উঠে এসেছিল। লোকগানের জগতে এসেও তাঁর গানে এলো মানুষের কথা, মানবধর্মের কথা। নিজে উপযুক্ত শিক্ষা পাননি বলে লোকশিক্ষায় তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। প্রথমে কাগজ, তারপরে গানের দল গঠন এই মানসিকতারই ফসল। নারী শিক্ষার প্রতি ছিল তার সমান আগ্রহ। তার জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে, 'তুমি সত্য তুমি নিত্য অনন্ত ভবসংসারে', 'ওরে মন পাগল রে', 'দিন এই দরজিন গীতায় তিরিশই গাছের তলে / ফিকির চাঁদ ফকির বলে কি করিতে এসে এলে', 'আছে কাঙালের আর কে এমন ধরায়', 'মাতাপিতা যে হারায় শিশুকালে' ইত্যাদি গান।

লালনের সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তা সমকালীন অনেক মানুষের স্মৃতিচারণ থেকে জানা গেছে। রায়বাহাদুর জলধর সেন লিখছেন, 'সেদিন প্রাতঃকালে লালন ফকির নামে একজন ফকির কাঙালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।' হরিনাথের যেখানে জন্ম সেই কুমারখালী এলাকার কালীগঙ্গার তীরে বাস করতেন লালন ফকির। কাজেই দেখা হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কাঙাল হরিনাথের গানের বইগুলির মধ্যে রয়েছে 'বাউল সঙ্গীত', 'কাঙাল ফিকির চাঁদের গীতাবলী', 'কাঙাল সঙ্গীত' প্রভৃতি। ফিকির চাঁদ নামেও তিনি বহু গান রচনা করেছেন। তাঁর অনুরোধে মীর মোশাররফ হোসেনের মত লেখকও ফিকিরচাঁদের দলের জন্য গান রচনা করেছিলেন – 'ওরে মন, আমার আমার সব ফাঁকিবাজ / কেবল তোমার নামটি রবে / হবে সব লীলা সাঙ্গ সোনার অঙ্গ / ধুলায় গড়াগড়ি যাবে।' ফিকির চাঁদের দল মীর মোশাররফ হোসেনের বাড়িতে গিয়েও গান শুনিয়েছিলেন। তাঁর কাজকর্মের অবদান নিয়ে রয়েছে অসংখ্য বই, তাঁকে নিয়ে হয়েছে তথ্যচিত্র।

নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দের কথা তিনি কোনোদিন ভাবেননি। তাঁর প্রতিটি কাজেই ছিল মানুষের জন্য ভাবনা। ১৮৯৬ সালে অম্লরোগে আক্রান্ত হয়ে কাঙাল হরিনাথ মারা যান। সত্যজিৎ রায় পথের পাঁচালি ছবিতে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর গান - 'হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল পার করো আমারে'।

Kangal Harinath

His original name was Harinath Majumdar but he gained fame for his other two names. Among the people of the village he gained acceptance as Kangal Harinath, the writer and editor of 'Grambarta Prakashika'. He was the first-ever Investigative Journalist of the country. He penned down his questions against the suppression of the indigo planters, feudal lords and regarding communal riots. In the later part of his life after he became the disciple of Lalon Shah, he came to be known as Fikir Chand. Rabindranath Tagore and Akshyay Kumar Maitra drew inspiration from him. He formed a group of baul singers which was named 'Kangal Fikir Chander dol' (the group of Kangal Fikir Chand).

Harinath was born on 22nd July 1833, in the village of Kumarkhali situated in Kushtia district of undivided Bengal. In 1880 he left his eighteen years of experience of being an editor and established the group. His unconditional love for Lalon made him immerse in the flourishing of humanity through Baul songs. Being born in a destitute family he gained the taste of struggle from childhood. He was compelled to leave school due to lack of economic support. Later his works as investigative reporter contained reflections on the deprivation of the poor. His songs talked about humans and humanity. He also supported women's literacy. His famous songs include 'tumi satya, tumi nitya, ananta bhabosongsare' (you are the truth, you are ultimate, in this unending world), 'ore mon pagol re' (dear insane heart), 'jini ei masjid girjae tini gachher tole/ Fikir Chand fakir bole ki korite bhobe ele' (who resides in the mosque is also present under the tree/Fakir Chand tries to find the reason for his existence), 'ache kangaler ar ke emon dharay' (who else is present for an impoverished), 'matapita je haraye sishukale' (parents are lost in childhood) etc. He passed away in 1896.

People of that era recalled Harinath being close to Lalon. Raibahadur Jaladhar Sen wrote 'that day, in the morning Lalon Fakir came to meet Fikir Chand'. Lalon Fakir lived by the banks of Kaliganga which was in Kumarkhali region. So it was natural for Fikir Chand to have connections with Lalon. The song-collections of Kangal Harinath include 'Baul Sangeet' (Baul music), 'Kangal Fikir Chander Gitaboli' (song compilation of Kangal Fikir Chand), 'Kangal Sangeet' (music of Kangal). He wrote many songs as Fakir Chand. Stalwart Mosaraf Hussen, in order to keep Fikirs request, had composed the following song for his group: 'ore mon, and amar sob fakkikar / kebol tomar namti robe / hobe sob leela sanga sonar anga / dhulae goragori jabe.' (Dear soul I won't exist/ but your name will be remembered/ everything will come to an end/ body will turn to dust). Fikir Chand's group performed in the house of Mir Mosaraf Hussen. Books have been written on his life. Even a documentary was made on him.

Satyajit Ray had used Kangal's song 'Hari Din to Gelo Shondhye Holo' in his film Pather Panchali.

আরকুম শাহ

১৮৭৭ সালে আরকুম শাহের জন্ম হয়। বাংলাদেশের সিলেট জেলাকে বলা হয় বানের আর গানের দেশ। বহু কবি, বাউল, সুফি সাধক ও গায়ক, গীতিকারের জন্মস্থান এই জেলায়। বিশিষ্ট লেখক কবি ও গায়ক আরকুম শাহ এদেরই একজন। তিনি জন্মেছিলেন সিলেট শহরের কাছে ধরাধরপুর গ্রামে। আরকুম ছিলেন একই সঙ্গে সুফি সাধক, কবি ও বাউল। 'তোমার রাঙা চরণ পাইবো বুলি' কিংবা 'কৃষ্ণ আইলা রাধার কুঞ্জে'-র মত গানের পাশাপাশি তিনি লিখেছেন "আশিকের কান্ডারীরে বন্ধু" এবং 'মুর্শিদ ধরিও কান্ডার'-এর মত গান। গান রচনার পাশাপাশি সিলেট জেলায় ধামাইল গান ও নাচ প্রসারেও তিনি একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর গান। আরকুম শাহ-র জনপ্রিয় গানগুলির মধ্যে আছে 'সোনার পিঞ্জিরা আমার করিয়া গেলায় খালি', 'বন্ধু মোর পরাণের ধন' ইত্যাদি গান। ১৯৪১ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। লোকসঙ্গীতে অবদানের জন্য ২০০১ সালে তিনি মরণোত্তর 'একুশে পুরস্কার' পেয়েছিলেন।

বাংলার লোকগান নিয়ে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের হারামণি নামে ১৩ খণ্ডের যে আকরগ্রন্থ রয়েছে সেখানে আরকুম শাহকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁকে নিয়ে আরেকটা চমৎকার বই হল সৈয়দ আখি হকের লেখা 'আরকুম শাহ : জীবন দর্শন ও গীতিবিশ্ব'। সিলেট শহরে রয়েছে তাঁর নামে

একটি মাজার। সেখানে নিয়মিত তাঁর গানগুলি পরিবেশিত হয়। বাংলাদেশের বহু লোকগানের দল আরকুম শাহ-এর গান নিয়মিত পরিবেশন করেন।

Arkum Shah

Sylhet district in Bangladesh is the land of songs and floods. Several poets, Bauls, Sufi devotees and singers and composers were born here. Arkum Shah, born in 1877, is one of them. He was born in Dharadharpur village of Sylhet. Arkum was a Sufi devotee, poet and Baul. 'Tomar Ranga Charan Paibo Muni' or 'Krishna ailo Radhar Kunje' are two of the songs he composed along with other songs like 'Ashiker Kandarider Bondhu' and 'Murshid Dhoriyo Kandar". Apart from composing songs, he also played a huge role in popularizing Dhamail songs and dance. His songs have been translated into Japanese as well. He passed away in 1941. His famous songs are 'Shonar Pinjira amar Koira gelam khali' 'Bondhu mor poraner Dhon' etc. For his contribution in folk songs, he was awarded 'Ekushe Puroshkar' in 2001.

In 'Md. Mansuruddin Harmani', a basic text of thirteen volumes, the name of Arkum Shah is mentioned. Another remarkable book on him is 'Arkum Shah: Jibon dorshon o Gitibishwa' written by Syed Ankhi Hawk. There is a shrine of his name in the city of Sylhet. His songs are sung regularly over there. Many groups of folk songs exhibit his songs in Bangladesh.

শেখ ভানু

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে শেখ ভানুর জন্ম হয়। তাঁর গায়ক হওয়ার কোনো কথা ছিল না, চেষ্টাও ছিল না। কিন্তু চোখের সামনে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা ভানু শেখকে এনে ফেললো বৈরাগ্যের জগতে। বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার ভাদিকারা গ্রামে শেখ ভানুর জন্ম।

পেশায় তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী, ধানের ব্যবসা করতেন। তিনি গ্রাম থেকে গ্রামে নদীপথে ধান নিয়ে গিয়ে ভৈরব, মোহনগঞ্জ, মদনগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায় বিক্রি করতেন। একদিন ভরা বর্ষায় মেঘনা নদী দিয়ে ধানের নৌকা নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, জলস্রোতে ভেসে যাওয়া একটা মৃতদেহের ওপর বসে রয়েছে একটা কাক। কাকটা সেই লাশের চোখটা খুবলে খাচ্ছে। এই দৃশ্য জীবন সম্পর্কে তার ধারণাই বদলে দিল। বলে উঠলেন, 'হায়রে সোনার তনু - আখেরে তোর এই হাল'। সংসারে এই অনিত্যতা এক ব্যবসায়ীকে ঠেলে দিল সাধন-ভজনের রাস্তায়। মায়া, লোভ ত্যাগ করে আল্লার পথে

ফকির হয়ে পরমাত্মার সন্ধান করতে লাগলেন তিনি। কালক্রমে হয়ে উঠলেন একজন কবি, গায়ক ও গীতিকার।

শেখ ভানুর লেখা ও গাওয়া অমর গান 'নিশীথে যাইও না ফুলবনে', পৃথিবীর সব প্রান্তের বাঙালিরাই শুনেছেন। এই গানের সুরেই শচীনকর্তা বেঁধেছিলেন 'ধীরে সে যানা বাগিয়ান মে'-র মত জনপ্রিয় হিন্দি গান। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে আছে 'খুঁজে না পাইলাম', 'আমার সুনা অঙ্গ মলিন হইল', 'আমি মরলাম তোর পীরিতে', 'দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু ডাকি বারেবারে'। সিলেটের ধামাইল গানেও তাঁর দক্ষতা ছিল। ১৯১৯ সালে তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

Sheikh Bhanu

Sheikh Bhanu was born in 1849. He never aspired to be a singer but an incident in his life pulled him into a life of stoicism. He was born in the village of Bhadikara of Habiganj district in Sylhet (Bangladesh).

He was a crop merchant. He sold paddy from one village to another(like Bhairav, Mohanganj, Madanganj). One day, he was returning across river Meghna with a boat filled with paddy and he saw a crow perched on a corpse floating in the water. The crow was feeding on the corpse's eyes. This sight changed his perspective on life. He wept out - "Hay re shonar tonu - akhere tor ei haal" ("O Golden Body, what plight has befallen you!). This pushed a businessman to a stoic life. He gave up all greed and need and chose the life of a Fakir and he set off to find the ultimate. Gradually he became a poet, singer and composer.

Every Bengali has listened to his song and composition, 'Nishithe Jaiyo Na Fulbone'. Sachinkarta had been inspired to write "Dhire se Jana Bagiyan mein" from his melody. His other famous songs include 'Khuje Na Pailam', 'Amar Shuna Angan Molin Hoilo' 'Ami Morlam tor Pirite' and 'Dinobondhu Korunashindhu Daki Barebare'. He was also an expert in Sylhet's Dhamail songs. He breathed his last in 1919.

আজাহার ফকির

নদীয়া জেলার করিমপুরের গোরভাঙা গ্রামের ফকিরদের গানের খ্যাতি এখন দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে পৌঁছে গেছে। এই গ্রামে বাউল-ফকিরি গানের চর্চার প্রাণপুরুষ ছিলেন আজাহার ফকির। তাঁর জন্ম ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ৬ ফাল্গুন, ১৪০৩ বঙ্গাব্দে দেহাবসান। নদীয়া-মুর্শিদাবাদ সীমান্তের কানাইনগর

গ্রামের ইমান আলি পন্ডিত তাঁর দীক্ষাগুরু। পূর্বাশ্রমে নাম ছিল আজহার আলি খাঁ। ধনী পাঠান পরিবারে জন্ম হয়েছিল আজাহারের। বাবার নাম মাতব্বর খান, মায়ের নাম মাখন বিবি। ছেলেমেয়ে এবং দুই স্ত্রী নিয়ে জমজমাট সংসার ছেড়ে মানুষটি ফকিরি নিলেও কোন আচার অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী ছিলেন না। হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁর শিষ্য, সবাই তার আপনজন। গান লেখা, গান করা, সাধুসঙ্গ এবং বাউল-ফকিরদের ভাবনা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াটা ছিল তাঁর কাজ। এছাড়াও গরীব মানুষকে বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি লোকচিকিৎসা করতেন। গোড়ভাঙা গ্রামের অনেক ফকিরই তাঁর শিষ্য। আজাহার ফকির ছিলেন সবরকম সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। মহম্মদ, শিব, আজাজিল, কৃষ্ণ, ফাতিমা সবাই এসেছেন তাঁর গানে। তাঁর নির্বাচিত গানের একটা সংকলন ২০০৪-এ প্রকাশিত হয়েছিল। আজাহার ফকির বিশ্বাস করতেন, মন্দির মসজিদ নয়, ঈশ্বর থাকেন মানবদেহে। তাঁর ভাষায়, 'পদে নয় পদার্থে।' তাই মানুষ ভজনাই আসল ভজনা। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা ছিলেন। আজাহার ফকিরের বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে রয়েছে 'মদন নল ভরে লাফিয়ে পড়ে', ভিখারী সেজেছে গৌর।

Ajahar Fakir

The songs of Gorbhanga Fakirs in the district of Nadia are famous all over the world. Ajahar Fakir and his songs represent the soul of this place. He was born in the Bengali year of 1332 and passed away in the Bengali year 1405. His Guru was Pandit Iman Ali of the Kanainagar village. Initially his name was Ajahar Ali Khan. His parents were Matabbar Khan and Makhan Bibi. He was born in a rich family of Pathans. Inspite of leaving his family and household and leading the life of a Fakir, he was not a believer of any rituals or festivities. His disciples were close to him irrespective of their caste. His duty was to spread the philosophy of Baul-Fakirs and their songs among all. He used to treat the sick and the ailing. Many of his disciples are from Gorbhanga. He was above narrow mindedness and communalism. Deities like Mohammad, Shiv, Ajajil, Krishna and Fatima have been mentioned in his songs. He believed that God resides in the soul of a person and not in temples or mosques. The worship of humans was the only thing that held the truth according to him. Some of his famous songs are 'Madan Nal Bhore Lafie pore' and 'Bhikari Sejeche Gour'.

হরি গোঁসাই

হরি গোঁসাইয়ের জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। তাঁর প্রকৃত পদবী গোস্বামী, পরবর্তীকালে তিনি গোঁসাই হিসেবে পরিচিত হন। বাঁকুড়ার নবাসন গ্রামে তাঁর আশ্রম ছিল। হরি গোঁসাই নিজে কখনও গান গাননি। কিন্তু বহু গান লিখেছেন। পাশাপাশি, তিনি ছবিও আঁকতেন। হরি গোঁসাই মূলত ছিলেন তাত্ত্বিক গুরু। যোগসাধনার ক্ষেত্রেও তিনি একজন পথিকৃৎ। ভেষজ চিকিৎসারও অন্যতম পুরোধা। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে আছে তাঁর অসংখ্য শিষ্য ও ভক্ত। সোনামুখী মেলার পর তিনি একটি বৃহত্তর মহোৎসবের আয়োজন করতেন। বিশ্বখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব আরিয়ান মুশকিন বাউল দর্শন ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁকে প্যারিসে ডেকেছিলেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি সেখানে বাউল বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সুবল দাস, গৌর খ্যাপা, সত্যানন্দ, পবন দাস বাউল, কালীপদ অধিকারী (পাখি) তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম।

Hari Gossain

Hari Gossain was born in district Barisal, Bangladesh. His actual surname was Goswami, from which the 'Gossain' part was derived. His asrama was in Nabasan, district Bankura, West Bengal. Hari Gossain himself had never sung any song, though he had written many. He was also a painter. He was primarily a Baul Guru with deep theoretical and philosophical wisdom. He was also an expert in Yoga and herbal medicine. He has innumerable disciples spread across West Bengal and Bangladesh. He used to organise a big celebratory festival after the Sonamukhi Fair of Bankura. The world famous theoretician Aryan Mushkin had called him to Paris. He responded to that call, went to Paris and spoke about the Baul path. His well known disciples include Subal Das, Gour Khyapa, Satyananda Das, Paban Das Baul, Kalipada Adhikary among others.

সাধন দাস বৈরাগ্য

সাধন দাস বৈরাগ্য আমাদের সময়ের একজন উল্লেখ্য পদকর্তা। তিনি একইসঙ্গে গায়ক-পদকর্তা-সুরকার। ভালো ডুবকি এবং একতারাও বাজান। আগে তাঁর আশ্রম ছিল বর্ধমানের বাদলার মুক্তিপুরে। পরবর্তীকালে তাঁর আশ্রম চলে আসে বীরভূমের হাটগোবিন্দপুরে। সাধন দাস ও তাঁর সাধন পথের সঙ্গিনী মাকি কাজুমা সেখানেই থাকেন। শিষ্যরা তাঁর রচিত পদ এখন বাংলার বিভিন্ন জায়গায় পরিবেশন করেন। মত ও পথের দিক থেকে সাধন দাস বৈষ্ণব হলেও বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের বাউল-ফকিরদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। পদ রচনা ও পরিবেশন করার পাশাপাশি তিনি গান, পুঁথি এবং গ্রন্থ সংগ্রহে উৎসাহী।

বাউল-ফকিরদের গান ও নানা ধরনের তত্ত্বগানে আগ্রহী শ্রোতাদের কাছে হাটগোবিন্দপুরের আশ্রম একটা প্রিয় জায়গা। তাঁর ভাই ভজন দাস বৈরাগ্যও একজন ভাল গায়ক এবং বাদ্যকর। সাধন দাসের ভক্তদের মধ্যে বেশ কিছু জাপানি ভক্তও আছেন। সাধন দাস বৈরাগ্যের জনপ্রিয় গানগুলির মধ্যে রয়েছে, 'সদা আনন্দেতে মজে থাকো মন', 'ভালবেসে ভালবাস মন', 'থাকো ভাবের ঘরে থাকো তিন গুণের পারে' ইত্যাদি উল্লেখ্য।

Sadhan Das Bairagya

Sadhan Das Bairagya is a remarkable songwriter of present times. He is a master,composer, singer and musician. He could play instruments like 'dubki' and 'ektara' very well. His previous 'ashram' was in Muktipur of Bardhaman. Later on he shifted to Hatgobindapur of Birbhum. He lives with his partner in this practice, Maki Kajuma. His disciples sing his compositions which were initially told by him. He is connected with various Bauls and Fakirs of Bengal. Apart from creating stories, he is eager to compose songs in the form of books. Hatgobindapur is a favourite for those who are eager about such factual songs. His brother Bhajan Das Bairagya is also a good singer and instrumentalist. There are some Japanses disciples as well. His famous songs are 'Sada anandate moje thako mon' 'Bhalobeshe Bhalobasho Mon' 'Thako Bhaber Ghore Thako Teen gun er pare' etc.

Published by: banglanatak dot com

188/ 89 Prince Anwar Shah Road, Kolkata 700045
Phone: (91-33) 40047483 ext. 130, (91) 8420106396
e-mail: banglanatak@gmail.com, musical@banglanatak.com
website: www.banglanatak.com, www.bncmusical.co.in